বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের নিরীক্ষা প্রতিবেদন

নরওয়ে সহায়তায় বাস্তবায়িত

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রকল্পের "শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও বিতরণ এর ১৯৯৯-২০০০ হতে ৩১শে ডিসেম্বর' ২০০৩ পর্যন্ত সময়ের ইস্যুভিত্তিক বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রথম খন্ড

(নির্বাহী সার সংক্ষেপ)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য.....	০১
মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের মন্তব্য...	০৩
ভূমিকা.....	০৫
অডিট বিষয়ক তথ্য.....	০৭
অডিট আপত্তি.....	০৯
অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতির কারণ.....	১০
নিরীক্ষার সুপারিশ.....	১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮ (১) ও ১২৮ (২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট ১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ ইস্যুভিত্তিক বিশেষ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

তারিখ ৩-১১-১৪১২ বঃ / ১৬-০২-০৬ খ্রিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ এবং ১৯৭৪ সালের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) আইন অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নরওয়ে সহায়তায় বাস্তবায়িত "প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রকল্পের শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও বিতরণ" এর ১৯৯৯-২০০০ হতে ২০০৩-২০০৪ (৩১শে ডিসেম্বর ২০০৩ পর্যন্ত) অর্থ বৎসরের হিসাব ইস্যুভিত্তিক বিশেষ নিরীক্ষার দায়িত্ব বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর উপর অর্পিত হয়েছে। বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পক্ষে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত হিসাব ইস্যুভিত্তিক বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়েছে। ইস্যুভিত্তিক বিশেষ নিরীক্ষায় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত ০৫ টি অডিট আপত্তির ভিত্তিতে এ ইস্যুভিত্তিক বিশেষ অডিট রিপোর্ট প্রণীত হয়েছে। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়ম উত্থাপনে নিরীক্ষা দল কর্তৃক অডিটিং ষ্ট্যান্ডার্ডস, অডিট কোড, অডিট ম্যানুয়েল এবং প্রচলিত বিধি বিধান ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত

বঃ

তারিখঃ .....

খ্রিঃ

(মনীন্দ্র চন্দ্র দত্ত)
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

ভূমিকাঃ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন নরওয়ের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত "প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রকল্পের ১৯৯৯-২০০০ হতে ২০০৩-২০০৪ (৩১শে ডিসেম্বর ২০০৩ পর্যন্ত) অর্থ বৎসর সমূহের আর্থিক হিসাব যথারীতি বাৎসরিক অডিট করতঃ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয় থেকে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের "শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও বিতরণ" এর ১৯৯৯-২০০০ হতে ২০০৩-২০০৪ (৩১শে ডিসেম্বর ২০০৩ পর্যন্ত) সাল পর্যন্ত সকল আর্থিক কার্যক্রম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে একটি ইস্যুভিত্তিক বিশেষ অডিট রিপোর্ট দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

উক্ত নির্দেশ মোতাবেক "প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রকল্পের শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও বিতরণ" এর ১৯৯৯-২০০০ হতে ২০০৩-২০০৪ (৩১শে ডিসেম্বর ২০০৩ পর্যন্ত) সালের হিসাব ২৮/০৩/২০০৪ হতে ২২/০৫/২০০৫ তারিখ পর্যন্ত সময়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতঃ প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ইস্যুভিত্তিক বিশেষ অডিট প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রতিবেদনের আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ০৬/০১/২০০৫ তারিখে স্মারক নং-১৬ মূলে প্রতিবেদন ইস্যু করা হয় এবং কপি মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু কোন জবাব না পাওয়ায় ০৫/০২/২০০৫ তারিখে তাগিদপত্র জারী করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ১৭/০২/২০০৫ তারিখে স্মারক নং-১৬৩২ মূলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা সরকারী পত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে সিএন্ডএজি কার্যালয়ের ১২/০১/২০০৫ তারিখের স্মারক নং ৮৯১ নির্দেশনা অনুযায়ী ইস্যুভিত্তিক অডিটের পান্ডুলিপি চূড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে সচিব মহোদয়ের সাথে স্থানীয় নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে ১৪/০৩/২০০৫ তারিখে আলোচনার প্রেক্ষিতে এবং মন্ত্রণালয়ের ০৮/০৫/০৫ তারিখের জবাব পর্যালোচনা করতঃ এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। এ প্রকল্প সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিম্নে দেয়া হলঃ-

- প্রকল্প শুরুর তারিখ ঃ — পরিকল্পিত ঃ জুলাই ১৯৯৭; প্রকৃত ঃ ১৯৯৭
- প্রকল্প সমাপ্তির তারিখঃ — পরিকল্পিত ঃ জুন ২০০৩; প্রকৃত ঃ ৩১ ডিসেম্বর ২০০৩
- প্রকল্প ব্যয়ঃ — পরিকল্পিত ঃ ১৮,৭৫৩.৬০ লক্ষ টাকা; প্রকৃত ঃ ১৩,১৪৯.৭৩ লক্ষ টাকা
- বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ — প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
- প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ঃ — প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
- উন্নয়ন সহযোগীঃ — নোরাড (নরওয়ে)।

অডিট বিষয়ক তথ্য

❖ **নিরীক্ষিত প্রকল্প (Audited Project)ঃ** প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রকল্প।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ-
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

❖ অডিট বছর (Audited Year)ঃ

অর্থ বছর ১৯৯৯-২০০০ হতে ৩১-১২-২০০৩ পর্যন্ত

❖ অডিট কাল(Period of Audit)ঃ

২৮-০৩-২০০৪ হতে ২২-০৫-২০০৪

❖ অডিটের প্রকৃতি (Nature of Audit)ঃ

ইস্যুভিত্তিক বিশেষ অডিট।

❖ অডিটের উদ্দেশ্য (Objectives of Audit)ঃ

* পিপি/ডিসিএ মোতাবেক প্রাপ্ত সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হওয়া।
* শিক্ষা উপকরণ ক্রয় পদ্ধতি পরীক্ষা।
* শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও বিতরণের Criteria যাচাই।
* শিক্ষা উপকরণের গুণগতমান সরেজমিনে যাচাই।

অডিটের ভিত্তি (Basis of Audit)ঃ

সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ইস্যুভিত্তিক বিশেষ অডিটের জন্য নির্বাচনের পর প্রকল্প পরিচালকের অফিস হতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়ঃ

* আর্থিক বিবরণী, পিপি/টিএপিপি/ডিসিএ, অর্থ ছাড় পত্র (এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী)।
* প্রকল্পের ব্যাংক ষ্টেটমেন্ট (Bank Statement)।
* উপরে বর্ণিত ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষামূলক স্থানীয় অডিট।

অডিট আপত্তি (Audit Findings)

ক্রমিক নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
১।	দরপত্রের সাথে দেয় নমুনার ব্যত্যয় ঘটিয়ে নিম্নমানের শিক্ষা উপকরণ গ্রহণ জনিত অনিয়ম।	১১ কোটি ১৪ লক্ষ
২।	ভূয়া চালানের মাধ্যমে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ দেখিয়ে প্রকল্পের টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।	১২ লক্ষ
৩।	মজুদ বইতে উদ্বৃত্ত উপকরণাদি কম দেখিয়ে শিক্ষা উপকরণ আত্মসাৎ।	৮২ হাজার
৪।	দরপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে সরবরাহের তারিখ বৃদ্ধি করায় জরিমানা আদায় না করা জনিত ক্ষতি।	২৮ লক্ষ ৪৩ হাজার
৫।	শিক্ষা উপকরণ চুরি, ছিনতাই এবং বিতরণের পর অবশিষ্ট উপকরণাদি গুদামে না পাওয়ায় ক্ষতি।	২ লক্ষ
	সর্বমোট=	১১ কোটি ৫৭ লক্ষ ২৫ হাজার

অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতির কারণ

১। শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের আহবানকৃত দরপত্রের সাথে দেয় উপকরণের নমুনা অধিদপ্তরের প্রকৌশলীর নেতৃত্বে একটি কারিগরী টীমের মাধ্যমে যাচাই/বাছাই করার ব্যবস্থা থাকলেও টেন্ডার কমিটি কর্তৃক গৃহিত নমুনা মোতাবেক সরবরাহকারীগন শিক্ষা উপকরণসমূহ সরবরাহ করেছে কিনা তা কারিগরী টীমের সদস্য দ্বারা যাচাই না করে বিভিন্ন শ্রেণীর নন্-টেকনিক্যাল কর্মকর্তা দ্বারা যাচাই করার ফলে সরবরাহকৃত শিক্ষা উপকরণের গুণগত মান নিশ্চিত করা হয়নি। অধিকন্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন মোতাবেক ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

২। টেন্ডার গ্রহণকালে টেন্ডারদাতা/সরবরাহকারীর দেয় নমুনার সাথে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে প্রেরিত শিক্ষা উপকরণের নমুনার গরমিল পরিলক্ষিত হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণকৃত শিক্ষা উপকরণসমূহ উভয় নমুনা হতে আরও নিম্নমানের হওয়া সত্ত্বেও সরবরাহকারীগণ কর্তৃক সরবরাহকৃত উপকরণাদি গ্রহণ করা হয়।

৩। নির্বাচিত উপজেলার প্রকৃত স্কুল এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা নিম্নরূপ না করেই প্রকল্প দলিলের ব্যবস্থা মোতাবেক শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করায় কোন কোন উপজেলা এবং কোন কোন স্কুলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষা উপকরণ প্রেরণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দূর্বলতার কারণেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপকরণাদি ক্রয়ের ফলে সাময়িক ভাবে সরকারি অর্থের অপচয় করা হয়েছে।

৪। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে উপজেলা শিক্ষা কমিটি থাকা সত্ত্বেও কোন কোন উপজেলায় সরবরাহকৃত উপকরণাদি উপজেলা শিক্ষা কমিটির উপস্থিতিতে গ্রহণ না করে শুধুমাত্র উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ

নরওয়ে সহায়তায় বাস্তবায়িত প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রকল্পটির কার্যক্রম ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে সমাপ্তি ঘটেছে বিধায় নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ এই প্রকল্পটির ক্ষেত্রে ফলপ্রসু না হলেও ভবিষ্যতে এই জাতীয় প্রকল্প এর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে।

১। শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়ার হার রোধকল্পে এই জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করা আবশ্যক।

২। শিক্ষা উপকরণাদির গুনগত মান নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৩। উপজেলা সদরে প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উপকরণাদি বিতরণ না করে প্রত্যন্ত এলাকার কম সুবিধা প্রাপ্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণাদি বিতরণ করা আবশ্যক।

৪। প্রকল্প দলিলে স্কুল ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ না করে স্কুলের সকল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উপকরণাদি বিতরণের উল্লেখ থাকা আবশ্যক।

৫। জানুয়ারী মাসে শিক্ষা বৎসর শুরু হয় বিধায় জানুয়ারী মাসের মধ্যে শিক্ষা উপকরণাদি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের বিষয় নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৬। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষা উপকরণাদি সরবরাহ করা সরবরাহ চুক্তির অন্যতম শর্ত। নির্ধারিত সময়ে উপকরণাদি সরবরাহ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

বাঃ সঃ মুঃ-২০০৬/০৭-৩৫৪২ কম/এ–৭০০ বই, ২০০৬।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের নিরীক্ষা প্রতিবেদন

নরওয়ে সহায়তায় বাস্তবায়িত

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রকল্পের "শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও বিতরণ এর ১৯৯৯-২০০০ হতে ৩১শে ডিসেম্বর' ২০০৩ পর্যন্ত সময়ের ইস্যুভিত্তিক বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

দ্বিতীয় খন্ড

(মূল অডিট ফাইন্ডিংস)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়, ঢাকা।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের মন্তব্য.....১

গুরুতর আর্থিক অনিয়ম এর সংক্ষিপ্তসার ২

গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিস্তারিত বিবরণ ৩-৮

মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের স্বাক্ষর...০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮ (১) ও ১২৮ (২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স এ্যাক্ট ১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন) এর ধারা ৫(২) অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ ইস্যুভিত্তিক বিশেষ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হ'লো।

স্বাক্ষরিত

(আসিফ আলী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

বঃ
তারিখ----------
খ্রিঃ

২—

গুরুতর আর্থিক অনিয়মের সংক্ষিপ্তসারঃ

ক্রমিক নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা
১।	দরপত্রের সাথে দেয় নমুনার ব্যত্যয় ঘটিয়ে নিম্নমানের শিক্ষা উপকরণ গ্রহণ জনিত অনিয়ম।	১১ কোটি ১৪ লক্ষ
২।	ভূয়া চালানের মাধ্যমে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ দেখিয়ে প্রকল্পের টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।	১২ লক্ষ
৩।	মজুদ বইতে উদ্বৃত্ত উপকরণাদি কম দেখিয়ে শিক্ষা উপকরণ আত্মসাৎ।	৮২ হাজার
৪।	দরপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে সরবরাহের তারিখ বৃদ্ধি করায় জরিমানা আদায় না করা জনিত ক্ষতি।	২৮ লক্ষ ৪৩ হাজার
৫।	শিক্ষা উপকরণ চুরি, ছিনতাই এবং বিতরণের পর অবশিষ্ট উপকরণাদি গুদামে না পাওয়ায় ক্ষতি।	২ লক্ষ
	সর্বমোট=	১১ কোটি ৫৭ লক্ষ ২৫ হাজার

গুরুতর আর্থিক অনিয়মের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদঃ-১

শিরোনামঃ **দরপত্রের সাথে দেয় নমুনার চেয়ে নিম্নমানের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করায় সরকারের আর্থিক অপচয় ১১,১৪,৩৪,৩২৭.৫৪ টাকা।**

বিষয়বস্তুঃ "শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও বিতরণ" এর উপর ইস্যুভিত্তিক বিশেষ নিরীক্ষাকালে নমুনা ভিত্তিতে বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাট উপজেলার ২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণকৃত শিক্ষা উপকরণ, খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় কর্তৃক গ্রহণকৃত শিক্ষা উপকরণ এবং গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়ে গ্রহণকৃত শিক্ষা উপকরণ নিরীক্ষায় দেখা যায়, দরপত্রের সাথে দেয় নমুনার চেয়ে নিম্নমানের শিক্ষা উপকরণ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মূল্য ১১,১৪,৩৪,৩২৭.৫৪ টাকা।

অনিয়মঃ সরেজমিনে যাচাইকালে দেখা যায়, শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের সময় টেন্ডারের সাথে দেয় নমুনার মানের সাথে সরবরাহকৃত ও বিতরণকৃত শিক্ষা উপকরণের গুণগতমানের অনেক পার্থক্য রয়েছে। সরবরাহ ও বিতরণকৃত উপকরণ নমুনা হিসেবে গৃহীত উপকরণের মানের চেয়ে অনেক নিম্নমানের। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত পরিদর্শকদের প্রতিবেদনেও নিম্নমানের উপকরণ সরবরাহের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখান হল।

উল্লেখিত সময়ে সর্বজনাব (১) সালেহ মতিন (২) আব্দুর রশীদ (৩) ডঃ এ,টি,এম, শরীফ উল্লাহ (৪) মোঃ হাবিবুর রহমান কাবিলী এবং (৫) এ,এম মোসাদ্দেকুল ইসলাম মহাপরিচালকের পদে কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে শিক্ষা উপকরণসমূহ যাচাই করেন, বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'ক/১'। অতঃপর যে রিপোর্ট প্রদান করেন তা সন্তোষজনক বলে উল্লেখ আছে, কিন্তু মন্ত্রণালয়ের ০৮/০৫/২০০৫ তারিখের জবাবে দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ অডিট টীম কর্তৃক দুটি উপজেলায় ৪টি স্কুলে সরেজমিনে যাচাই করা হয় এবং স্কুল হতে বিভিন্ন উপকরণের নমুনা সংগ্রহ করে (নিম্নমান সম্পন্ন উপকরণ) অডিট অফিসে সংরক্ষণ করা হয়। পরিদর্শন কর্মকর্তা কর্তৃক পেশকৃত গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার শিক্ষা উপকরণ পরিদর্শন প্রতিবেদনে নিম্নমানের মালামালের বিবরণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে এবং নিম্নমানের উপকরণ সরবরাহ করে প্রকল্প অর্থের আত্মসাৎ করার কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে। মন্ত্রণালয়ের সুপারিশেও আপত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আত্মসাৎকৃত টাকা আদায় করাা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-০২

শিরোনামঃ ভূয়া চালানের মাধ্যমে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ দেখিয়ে প্রকল্পের ১২,১৯,৬৯০.০৮ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ জনিত ক্ষতি।

বিষয়বস্তুঃ "শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও বিতরণ" এর উপর ইস্যুভিত্তিক বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলা শিক্ষা অফিসে শিক্ষা উপকরণাদি গ্রহণ না করেই উহার মূল্য পরিশোধ করে প্রকল্পের ১২,১৯,৬৯০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।

অনিয়মঃ ২,৮৯,২৫৭ টি এক্সারসাইজ বুক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বলাকা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন কে উহার মূল্য বাবদ ১৯,৩২,২৩৬.৭৬ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে (বিল নং-২৪ তারিখ ০৪/০৬/২০০৩)। প্রকল্প অফিসে রক্ষিত বিলের সাথে সংযুক্ত চালান (নং নাই, তারিখ ০৮/০৪/২০০৩) হতে দেখা যায়, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সাঘাটা ২৩/০৪/২০০৩ তারিখে উপকরণগুলি গ্রহণ করেন। কিন্তু সাঘাটা উপজেলা শিক্ষা অফিসে সংরক্ষিত একই তারিখের চালান হতে দেখা যায়, উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পক্ষে জনৈক কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক ০৯/০৪/২০০৩ তারিখে মাত্র ১,০৮,০০০ টি এক্সারসাইজ বুক (খাতা) গ্রহণ করা হয়েছে । ফলে ১৮১,২৫৬ টি এক্সারসাইজ বুক সরবরাহ না করা সত্ত্বেও উহার মূল্য বাবদ ১২,১০,৭৯০.০৮ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট 'খ' দ্রষ্টব্য)।

অনুরূপভাবে একই উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মেসার্স সৌরভ বুক সেন্টার এর ২৪/১২/২০০৩ তারিখের নম্বর বিহীন চালানের মাধ্যমে প্রেরিত ৮৮৮৩০ টি এক্সারসাইজ বুক ২৬/১২/২০০৩ তারিখে গ্রহণ দেখিয়ে উহার মূল্য বাবদ ৭,৯০,৫৮৭.০০ টাকা বিল নং-৭ তারিখ ৩১/১২/২০০৩ এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু ঐ শিক্ষা অফিসার কর্তৃক ২৬/১২/২০০৩ তারিখে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স সৌরভ বুক সেন্টার এর তারিখ ও নম্বর বিহীন ডেলিভারী চালানে ১০০০ টি এক্সারসাইজ বুক বাদে সব বুঝে পেয়েছেন বলে উল্লেখ আছে । কাজেই এক্ষেত্রেও ১০০০ টি এক্সারসাইজ বুক সরবরাহ এবং গ্রহণ না করেই উহার মূল্য পরিশোধ করায় ৮,৯০০.০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট 'খ' দ্রষ্টব্য)।

উল্লেখিত সময়ে জনাব এ,এম মোসাদ্দেকুল ইসলাম, মহাপরিচালক/প্রকল্প পরিচালকের পদে কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ মন্ত্রণালয়ের ০৮/০৫/২০০৫ তারিখের জবাবে দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ মন্ত্রণালয়ের জবাবে আপত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অতিরিক্ত পরিশোধিত ১২,১৯,৬৯০.০৮ টাকা আদায়সহ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-০৩

শিরোনামঃ মজুদ বইতে উদ্বৃত্ত উপকরণাদি কম দেখিয়ে ৮২,৪৭৬.১৬ টাকার শিক্ষা উপকরণ আত্মসাৎ।

বিষয়বস্তুঃ "শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও বিতরণ" এর উপর ইস্যুভিত্তিক বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসের মজুদ বইতে উদ্বৃত্ত (Surplus) উপকরণাদি কম দেখিয়ে ৮২,৪৭৬.১৬ টাকার শিক্ষা উপকরণ আত্মসাৎ করা হয়।

অনিয়মঃ ২০০২-২০০৩ সালে বিতরণের পর ১৩,৭৯২ টি কাঠ পেন্সিল উদ্বৃত্ত থাকলেও (মজুদ বইয়ের পৃষ্ঠা নং-৬০) নতুন প্রাপ্তির সাথে উহা যোগ করা হয়নি। ২০০৩-২০০৪ সালে প্রাপ্ত কাঠ পেন্সিল বিতরণের পর সমাপনী মজুদ ১১৪ টি কাঠ পেন্সিল দেখানো হয়েছে (মজুদ বইয়ের পৃষ্ঠা নং-৮৩)। ফলে প্রতিটি কাঠ পেন্সিল ৫.৯৮ টাকা হিসেবে মোট ৮২,৪৭৬.১৬ টাকা মূল্যের ১৩,৭৯২ টি কাঠ পেন্সিল সমাপনী মজুদ হিসেবে না এনে আত্মসাৎ করা হয়েছে।

উল্লিখিত সময়ে জনাব স্বপন কুমার রায় চৌধুরী, উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পদে কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ মন্ত্রণালয়ের ০৮/০৫/২০০৫ তারিখের জবাবে দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ মন্ত্রণালয়ের জবাবে আপত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আত্মসাৎকৃত শিক্ষা উপকরণের সমূদয় টাকা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-০৪

শিরোনামঃ **দরপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে সরবরাহের তারিখ বৃদ্ধি করায় জরিমানা আদায় না করা জনিত ২৮,৪৩,৫৯৬.৮০ টাকা ক্ষতি।**

বিষয়বস্তুঃ "শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও বিতরণ" এর উপর ইস্যুভিত্তিক বিশেষ নিরীক্ষাকালে শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের দরপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, দরপত্রের বিশেষ শর্তাবলীর ৬ নং ধারায় উল্লেখ করা আছে যে, সরবরাহের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হবে না। দরপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে জরিমানা আদায় না করে ২ দফা সরবরাহের তারিখ বৃদ্ধি করায় সরকারের ২৮,৪৩,৫৯৬.৮০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মঃ সংগ্রহ নথি নং- সওবি/৫-প্লাই/৯৯ হতে দেখা যায়, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ বিশেষ শর্ত অমান্য করে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে প্রথমে ২৬/০৪/২০০০ এবং পরবর্তীতে ০৭/০৮/২০০০ পর্যন্ত শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের সময় বৃদ্ধি করেন, যার নির্ধারিত তারিখ ছিল ২৭/০৩/২০০০ । নির্ধারিত সময়ে উপকরণাদি সরবরাহ না করায় দরপত্রের বিশেষ শর্তাবলীর ১১ নং ধারা মোতাবেক চুক্তি মূল্যের উপর সর্বোচ্চ ১০% হারে (১) মেসার্স ইসমাইল হোসেন এর নিকট হতে ৯,৪৭,৭৫০.৪০ টাকা (২) মেসার্স গ্লোরী এন্টারপ্রাইজ এর নিকট হতে ৯,৪৭,৮৬৫.৬০ টাকা এবং (৩) মেসার্স অপূর্ব এন্টারপ্রাইজ এর নিকট হতে ৯,৪৭,৯৮০.৮০ টাকা, সর্বমোট ২৮,৪৩,৫৯৬.৮০ টাকা জরিমানা আদায়যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও উহা আদায় করা হয়নি (বিস্তারিত **পরিশিষ্ট 'গ'** তে দেখান হল)।

উল্লিখিত সময়ে জনাব সালেহ মতিন মহাপরিচালক/প্রকল্প পরিচালকের পদে কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ ঠিকাদারগণ শিক্ষা উপকরণের ২টি আইটেম আমদানীর মাধ্যমে যথাসময়ে সংগ্রহ করতে না পারায় এবং বাজারে ঐগুলো যথাযথভাবে না থাকায় তারা ৩০/০৭/২০০০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির আবেদন করলে সময় বৃদ্ধি করা হয়। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পূনরায় আবেদন করলে টেকনিক্যাল কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে ০৭/০৮/২০০০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে যথাসময়ে অর্থাৎ শিক্ষা বর্ষ শুরুর দিকেই শিক্ষা উপকরণ বিতরণের লক্ষ্যে দরপত্রে সরবরাহের সময় বৃদ্ধি না করার বিশেষ শর্ত সংযোজন করা হয়। জবাবে আপত্তিটি খন্ডিত হয়নি। আরো উল্লেখ্য যে, আগষ্ট মাসে শিক্ষা উপকরণ গ্রহণ করায় উক্ত অর্থ বছরে ছাত্র-ছাত্রীগণ শিক্ষা উপকরণ এর যথার্থ সুফল পায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ২৮,৪৩,৫৯৬.৮০ টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-০৫

শিরোনামঃ **শিক্ষা উপকরণ চুরি, ছিনতাই এবং বিতরণের পর অবশিষ্ট উপকরণাদি গুদামে না পাওয়ায় ২,০৭,২৮৪.৬৮ টাকা ক্ষতি।**

বিষয়বস্তুঃ "শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও বিতরণ" এর উপর ইস্যুভিত্তিক বিশেষ নিরীক্ষাকালে সাঘাটা উপজেলা শিক্ষা অফিসের নথিপত্র ও মজুদ বই হতে দেখা যায়, শিক্ষা উপকরণ চুরি, ছিনতাই এবং বিতরণের পর অবশিষ্ট উপকরণাদি গুদামে না পাওয়ায় ২,০৭,২৮৪.৬৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মঃ শিক্ষা উপকরণাদি সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে ২,০৭,২৮৪.৬৮ টাকা মূল্যের শিক্ষা উপকরণ গুদাম হতে চুরি, বিতরণকালে ছিনতাই এবং বিতরণের পর অবশিষ্ট মালামাল ষ্টোরে না পাওয়ায় প্রকল্প অর্থের ক্ষতি সাধিত হয়েছে। এ বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থানায় সাধারণ ডায়েরী করলেও ছিনতাই এবং চুরি হয়ে যাওয়া উপকরণাদি উদ্ধার করা যায়নি এবং উদ্ধারের কোন তৎপরতা নথি দৃষ্টে লক্ষ্য করা যায়নি। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'ঘ' তে দেখানো হয়েছে।

উল্লেখিত সময়ে জনাব আব্দুল বারী, উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পদে কর্মরত ছিলেন।

কর্তৃপক্ষের জবাবঃ মন্ত্রণালয়ের ০৮/০৫/২০০৫ তারিখের জবাবে দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ মন্ত্রণালয়ের জবাবে আপত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতির সমূদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(মনীন্দ্র চন্দ্র দত্ত)
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর,
ঢাকা।

তারিখঃ ..... বঃ
..... খ্রিঃ